আলোচ্য বিষয় :
মিলের পদ্ধতিগুলোর বিরুদ্ধে দুটি সাধারণ আপত্তি (কোপি)

দর্শন-অনার্স
SEMESTER -IV

Tufan Ali Sheikh
Assistant Professor
Department of Philosophy
Mahitosh Nandy Mahavidyalaya

মিল তার পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে দুটি দাবী করেছিলেন।

প্রথমতঃ-

দুটি ঘটনার মধ্যে কার্যকরণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যায় তার পাঁচটি পদ্ধতির সাহায্যে ।

দ্বিতীয়তঃ- মিল তাঁর পদ্ধতিগুলোর দ্বারা কার্যকারণ সম্বন্ধকে প্রমাণ করা যায়। অর্থাৎ মিলের দাবী ছিল তার পদ্ধতিগুলো একদিকে কার্যকারণ আবিষ্কারের পদ্ধতি এবং অন্যদিকে কার্যকারণ সম্বন্ধ প্রমাণের পদ্ধতিও বটে। কিন্তু মিলের দাবী যুক্তিসম্মত নয়।

মিলের পদ্ধতিগুলির বিরুদ্ধে দুটি আপত্তি আছে —

প্রথম আপত্তি -

মিলের পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক জানা যায় না। পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করার আগে কার্য-কারণ সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার।

দ্বিতীয় আপত্তি -

মিলের পদ্ধতির সাহায্যে -

(ক) কার্যকারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করাও যায় না,

এবং (খ) প্রমাণও করা যায় না |

প্রথম আপত্তির বিশ্লেষণ :

যুক্তিবিজ্ঞানী ড. ইউলিয়াম হেবওয়েল এই আপত্তীটি তোলেন হেবওয়েল বলেন প্রকৃতিতে ঘটনাগুলো এমন জটিল অবস্থায় থাকে যে, কোন্ ঘটনা কোন্ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত তা বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু মিল তার পদ্ধতিগুলোকে এমনভাবে সাজিয়েছেন, তাতে যেন মনে হয় আমরা আগে থেকেই জানতে পারি কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনাটি ঘটবে। তিনি তার বিভিন্ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে যেভাবে প্রতীকগুলো ব্যবহার করেছেন তাতে পূর্বগামী ঘটনা থেকে অনুগামী ঘটনায় যেতে কোন অসুবিধা হয় না। সেই জন্যই হেবওয়েল বলেন-যাকে প্রমান করতে হবে, তাকে আগে থেকেই প্রমাণ করা হয়ে গেছে বলে মিল মেনে নিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতি রাজ্যে এভাবে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো সাজানো থাকে না।

দ্বিতীয় আপত্তি (ক)-এর বিশ্লেষণ :

মিলের পাঁচটি পদ্ধতির মধ্যে অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী পদ্ধতিই মূল পদ্ধতি। সেইজন্য এই দুটি পদ্ধতির সাহায্যেই দেখা যাক মিলের পদ্ধতিগুলো সত্যই আবিষ্কারের পদ্ধতি কি না ?

প্রথমে অন্বয়ী পদ্ধতি নেওয়া যাক-

যুক্তিবিজ্ঞানী কোপি বলেছেন :

এক ব্যক্তি প্রতি রাত্রে মধ্যপান করত। তাতে তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যেতে লাগল। বন্ধুরা পরামর্শ দিল মদ ছাড় তাহলে স্বাস্থ্য ভালো হবে। ঐ ব্যক্তির মিল পড়া ছিল, তাই সে মিলের অন্বয়ীপদ্ধতি প্রয়োগ করে মাতলামির কারণ বার করার চেষ্টা করল। সেই ব্যক্তি দেখল সে বিভিন্ন রকমের মদ খেলেও মদের সঙ্গে সোডা অবশ্যই থাকে। তাই সে অপরিবর্তনীয় ঘটনা হিসেবে সোডা বাদ দিয়ে দিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অন্বয়ীপদ্ধতি প্রয়োগ করে সে, যে সিদ্ধান্তে এসেছে তা একেবারে ভুল।

মাতালটি কিন্তু অন্বয়ীপদ্ধতি প্রয়োগে কোন ভুল করেনি, তবুও সে ঐ রকম সিদ্ধান্তে এসেছে কারণ হল সোডাটি ছিল অপ্রাসঙ্গিক পূর্বগ হিসাবে। সে যদি ভালোভাবে দৃষ্টান্তগুলো বিশ্লেষণ করত তাহলে দেখত সোডা নয়, অ্যালকোহলই ছিল প্রাসঙ্গিক পূর্বগ। তাই অন্বয়ী পদ্ধতিকে ঠিকভাবে প্রয়োগ করার আগে থেকেই জানতে হবে কোহল হচ্ছে মাতলামির সম্ভাব্য কারণ। সেইজন্য অন্বয়ী পদ্ধতিকে আবিষ্কারের পদ্ধতি বলা যায় না।

ব্যতিরেকী পদ্ধতির প্রয়োগ :

ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রমাণের ক্ষেত্রে এমন দুটি দৃষ্টান্তের দরকার হয়,যে দৃষ্টান্ত দুটির মধ্যে একটিমাত্র ঘটনা ছাড়া আর বাকি সমস্ত ঘটনাগুলোর মধ্যে মিল আছে। কিন্তু বাস্তবে এমন দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা কঠিন। কেননা, দেখা যায় প্রভেদের দিকটি একটিমাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে না হয়ে তার সঙ্গে আরও দু একটি বিষয়ে প্রভেদ থেকেই যায়। আর যেখানে এরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সেখানে পূর্ববর্তী জ্ঞান থাকা দরকার। আবার দুটি ঘটনার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণও সব সময় সম্ভব হয় না। তাই ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাহায্যে কোন কিছু আবিষ্কার করা যায় না।

দ্বিতীয় আপত্তির (খ) এক বিশ্লেষণ :

‘পরীক্ষনমূলক অনুসন্ধান পদ্ধতিগুলো প্রমাণের পদ্ধতি’ - মিলের এই দাবীর বিরুদ্ধে দুটি আপত্তি আছে।

প্রথমত: কোন দুটি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে-এটা প্রমাণ করতে গেলে প্রকল্প গঠন করতে হবে। কোন ঘটনার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা ঐ ঘটনার সঙ্গে জড়িত এমন কিছু ঘটনাকে কারণ বা কার্য বলে ধরে নিই, একেই বলে প্রকল্প বা প্রাক্-প্রকল্প। এই প্রকল্প যদি ভ্রান্ত হয় তাহলে সেই ভ্রান্ত প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে যে সিদ্ধান্ত পাব তাও ভ্রান্ত হবে।

দ্বিতীয়ত :

দুটি ঘটনাকে একই সঙ্গে পরিবর্তিত হতে দেখে মিলের সহপরিবর্তন পদ্ধতি প্রয়োগ করে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, সেই সিদ্ধান্তও কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রান্ত হয়। দুটি ঘটনার সহ পরিবর্তন যত বেশি লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত গঠন করা হবে সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতা ততো বেশি হবে। কিন্তু, পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে সহপরিবর্তন পদ্ধতি প্রয়োগ করলে সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হতে পারে। সেই জন্যই আরোহমূলক পদ্ধতি কখনোই প্রমাণমূলক হয় না। অবরোহমূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে মাত্র দুটি আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় বলে এবং সেখানে কতকগুলো নিয়মের সাহায্যে আকারের বৈধতা বিচার করা হয় বলে সিদ্ধান্তটি সুনিশ্চিত হয়।

ধন্যবাদ